প্রতিদিনের সংবাদ



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল ক্যানসারবিষয়ক সেমিনারে দেশি-বিদেশি অতিথিরা ● প্রতিদিনের সংবাদ

ঢাবিতে ক্যানসারবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজি বিভাগ এবং ক্যানসার কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ ট্রাস্ট বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে 'মলিকুলার ইনসাইটস, থেরাপিউটিকস অ্যাডভান্স অ্যান্ড পলিসি ইনোভেশন ইন ক্যানসার কেয়ার' শীর্ষক দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক, বাংলাদেশ ক্যানসার সোসাইটি হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. এম এ হাই, জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. জাহাঙ্গীর কবির, ইউনেস্কোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি সুসান ভাইজ। মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বখ্যাত জেনেটিসিস্ট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক স্যার ওয়াল্টার বোডমার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, ক্যানসার শুধু একটি রোগ নয়; এটি এমন এক দীর্ঘ যাত্রা যা রোগী, পরিবার ও সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

তিনি বলেন, বিশ্বের অন্যতম বড় স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে ক্যানসার প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় ইতোমধ্যেই যুগান্তকারী অগ্রগতি হয়েছে। ক্যানসার চিকিৎসায় প্রচলিত 'একই পদ্ধতি সবার জন্য' ধারণার অবসান ঘটেছে। এর পরিবর্তে এখন ব্যবহার হচ্ছে প্রিসিশন মেডিসিন, যা রোগীর টিউমারের জৈবিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিকিৎসা নির্ধারণ করে।

ড. মামুন আহমেদ আরও বলেন, আণবিক জীববিজ্ঞান, জেনেটিক্স, বায়োটেকনোলজি ও বায়োইনফরমেটিক্সে সাম্প্রতিক অগ্রগতি ক্যানসার নির্ণয় ও চিকিৎসায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। তবে উন্নত এসব পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যয়বহুল হওয়ায় সীমিত আয়ের মানুষ প্রায়ই এর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও ব্যয়ভার-এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনা জরুরি।

তিনি বলেন, ৩০-৫০ শতাংশ ক্যানসার প্রতিরোধযোগ্য বলে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, টিকা গ্রহণ, ধূমপান ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকা এবং শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকার মাধ্যমে ক্যানসারের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব।

আলোকিত বাংলাদেশ



ঢাবিতে ক্যান্সারবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

আলোকিত ডেস্ক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজি বিভাগ এবং ক্যান্সার কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ ট্রাস্ট বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে 'Molecular Insights, Therapeutics Advances & Policy Innovation in Cancer Care' শীর্ষক দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. এমএ হাই, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. জাহাঙ্গীর কবির, ইউনেস্কোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি সুসান ভাইজ। মূলবক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- বিশ্বখ্যাত জেনেটিসিস্ট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক স্যার ওয়াল্টার বোডমার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, ক্যান্সার শুধু একটি রোগ নয়; এটি এমন এক দীর্ঘ যাত্রা যা রোগী, পরিবার ও সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সূত্রঃ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

নয়া দিগন্ত



ওয়ার্ল্ড ফার্মাসিস্ট দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা সভায় অতিথিরা ■ নয়া দিগন্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস পালিত

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ওয়ার্ল্ড ফার্মাসিস্ট ডে' উদযাপন করা হয়েছে। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‍্যালি, আলোচনা সভা, ছাত্রীদের স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ প্রদান প্রভৃতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসি বিভাগ ও ফার্মেসি অনুষদ দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এ উপলক্ষে ফার্মেসি লেকচার থিয়েটারে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফার্মেসি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জাকির আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো: নাসের শাহরিয়ার জাহেদী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: সেলিম রেজা, বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিলের সচিব মুহাম্মদ মাহবুবুল হক, নুভিস্তা ফার্মা লিমিটেডের মার্কেটিং ও কমার্শিয়ালস বিভাগের এক্সিকিউটিভ পরিচালক মুহাম্মদ আশফাক ■ ৪র্থ পৃ: ৩-এর কলামে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

৩য় পৃষ্ঠার পর

উদ্দিন এবং রেনাটা ফার্মাসিউটিক্যালসের প্রধান মার্কেটিং অফিসার মো: তানবীর সজিব বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস প্রোগ্রামের আহ্বায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু আছাদ চৌধুরী।

দিবসটি উপলক্ষে নুভিস্তা ফার্মাসিউটিক্যালসের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। বিজ্ঞপ্তি।

প্রতিদিনের সংবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস পালিত

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়েছে বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস। গতকাল ফার্মেসী বিভাগ ও ফার্মেসী অনুষদ যৌথভাবে এ আয়োজন করে। দিনব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‍্যালি, আলোচনা সভা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম।

দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফার্মেসী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জাকির আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান মো. নাসের শাহরিয়ার জাহেদী। অনুষ্ঠানে ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেলিম রেজা, বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল-এর সচিব মুহাম্মদ মাহবুবুল হক, নুভিস্তা ফার্মা লিমিটেড-এর মার্কেটিং ও কমার্শিয়ালস বিভাগের এক্সিকিউটিভ পরিচালক মুহাম্মদ আশফাক উদ্দিন এবং রেনাটা ফার্মাসিউটিক্যালস-এর প্রধান মার্কেটিং অফিসার মো. তানবীর সজিব বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস প্রোগ্রামের আহ্বায়ক ও ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু আছাদ চৌধুরী। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে নুভিস্তা ফার্মাসিউটিক্যালস- এর সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য আয়োজন করা হয় বিশেষ 'ওমেন্স হেলথ ক্যাম্প' বা 'খুলে বলো ক্যাম্পেইন'। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মোকাররম হোসেন খন্দকার বিজ্ঞান ভবন চত্বরে আয়োজিত এই ক্যাম্পে ছাত্রীদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে সরাসরি পরামর্শ প্রদান করা হয়। ক্যাম্পে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম, অনিয়মিত মাসিক, একনি ও হিরসুটিজম, এন্ডোমেট্রিওসিস, আয়রন ও ভিটামিন ডি ঘাটতি, থাইরয়েডজনিত জটিলতা এবং স্তন ও জরায়ু ক্যান্সার সম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন।

এই কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানে ছিলেন নুভিস্তা ফার্মাসিউটিক্যালস-এর মেডিকেল শাখার সহকারী জেনারেল ম্যানেজার ডা. কুমকুম পারভীন। পরামর্শ দেন গাইনী বিশেষজ্ঞ ডা. উম্মে সফুরা খাতুন এবং ডা. রঞ্জিতা রানী সাহা। ছাত্রীদের মানসিক চাপ কমাতে ও মনকে প্রফুল্ল রাখতে তাদের হাতে চুড়ি ও কানের দুল প্রদান করা হয়। পুরো ক্যাম্পটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

The Daily Business Standard



ILLUSTRATION: TBS

Dhaka University has 56 research centres. But where is the world-class research?

FEATURE

SALEH SHAFIQUE AND
ASMA SULTANA PROVA

Very few of the centres are active. Many exist only on paper, some share directors' offices as their 'address', and most struggle for funds, equipment and manpower

Microchips are often described as the new oil, an industry set to define the 21st century.

The global semiconductor market is expected to hit a trillion dollars by 2030. Recently, the Bangladesh Semiconductor Industry Association laid out a roadmap to export $1 billion worth of chips and devices by 2030. But to achieve that goal, Bangladesh will need 10,000 engineers skilled in semiconductor design.

"Professor Sultan Ahmed of the Dhaka University Physics Department saw this coming 30 years ago," said Professor Kamrul Hassan Mamun.

"He recognised the immense global potential of semiconductors and established the Semiconductor Research Centre. Who could have imagined setting up such a centre back in 1985, when the very word was barely known? Sultan Ahmed was a visionary and a committed researcher."

If the centre had received proper support — equipment, funding, post-doc and PhD fellows, and a full-time director — it might have produced thousands of trained engineers over the last four decades.

And that seems to be the case for most of the research centres at Dhaka University.

From Arbory Culture to Climate Change, from Strategic HRM to Ocean Governance, from Neuroscience to Renewable Energy, today, the university hosts 56 such centres, but very few are active.

Many exist only on paper, some share directors' offices as their "address", and most struggle for funds, equipment and manpower.

By comparison, many world-renowned universities have far fewer centres, yet operate them effectively.

Bose Centre: A name without work

Professor Mamun recently stepped down as director of the Bose Centre. For most dedicated researchers, the post is a coveted one, but he resigned after finding no intellectual challenge. I SEE PAGE 6 COL 3

> *We don't need so many centres. Most are inactive. Even one per faculty would be better. As it stands, resources are spread too thin. Concentrating funds would allow for equipment, researchers, and international collaboration.*
>
> PROFESSOR JASIM UDDIN
> DIRECTOR, ADVANCED STUDIES IN HUMANITIES RESEARCH CENTRE

Dhaka University has 56 research centres.

CONTINUED FROM PAGE 8

In his own words, "The Bose Centre is 51 years old. What is its output? First, let's see what it has: a one-room office in the Science Workshop with two staff members and one director. The director's main task is to hand out fellowship cheques and sign stacks of paperwork. It has no in-house post-docs, no PhD fellows, and no researchers of its own.

"Fellowship holders do their research in their departments, not here. Essentially, the centre does nothing beyond distributing money — a job the Registrar's Office could handle. What is the point of a centre carrying the name of a scientist like Satyendra Nath Bose if this is all it does?" he added.

When he first took charge, Professor Mamun had dreamt of revitalising the nearly defunct centre. After all, in 1924, Satyendra Nath Bose, then a teacher at Dhaka University, stunned Einstein with his discovery of Quantum Statistics — a theory that laid the foundation for the Bose-Einstein framework and opened vast new horizons for science.

Mamun looked to Kolkata's SN Bose Centre for Basic Sciences, where researchers work around the clock thanks to proper facilities. He submitted a detailed reform plan to the DU authorities. But much of it was misunderstood, ignored or dismissed.

Politics and factionalism, he said, always take precedence over academic concerns. A dilapidated one-room centre would never be enough; an entire building would be needed for meaningful results. Frustrated, he resigned.

Many centres lack even a room

Out of DU's 56 centres, fewer than 10 are active. Yet every centre receives funding. The proliferation of centres is driven less by academic needs than by personal gain and vote-based politics.

Faculties are required to publish journals, but producing one or two issues a year only demands a minimal number of papers, regardless of their quality. Deans and centre directors often exploit this loophole to help loyal junior faculty get promotions.

"At Oxford or Cambridge, research centres operate independently, free from university interference," said Professor Mamun. "Here, centres are often created to appease people. Using a research centre for such purposes should be considered an offence. Research is the backbone of national development — it requires a full ecosystem: facilities, networks, and intellectual exchange.

"Instead, 17,000 of our brightest teachers and students left the country last year because that ecosystem doesn't exist here. Most centres have no equipment, some don't even have rooms, and the budgets are laughable. What can you expect from a project with only Tk1 lakh in funding?" he further said.

Chromosome Centre and a lesson from Pakistan

The Chromosome Centre, established in 2014 through the efforts of Professor Sheikh Shamim Ul Alam, has no separate premises — the director's office doubles as its address.

This year, it received Tk12 lakh, of which Tk8 lakh goes to research after salaries and other costs. Typically, four junior faculty members each receive Tk2 lakh for projects reviewed by multiple reviewers.

Work began with chromosome size and number variations but has since expanded into DNA, protein research, genome sequencing, and gene transfer.

Current Director Dr Mohammad Nurul Islam, who did post-doctoral research in Sweden, contrasted Bangladesh's situation with Pakistan's, "When I worked in Sweden, I had several Pakistani colleagues. Under Musharraf, anyone studying abroad on government support had to return and serve in designated institutions, with full facilities provided.

"Those who didn't return had to repay five times the investment. Those failing to conduct research had pay deductions. Here, the opposite happens — it's as if we want to drive our talent away," he added.

Despite better funding than in the past, Dr Islam noted that delays in receiving funds cut into the time for research, harming quality. Biotechnology research, he said, "is like maintaining an elephant" — enzymes must be imported at high cost, with customs duty piled on. Yet, he believes the Chromosome Centre is more active than most DU centres.

Asked how it compares globally, he admitted, "There is no basis for comparison. I cannot give it a number."

Bloated structure, too little money

DU's 2025–26 budget is Tk1,035 crore. Of this, research centres receive Tk21.57 crore — just 2.08% of the total.

Both Mamun and Islam believe the allocation is far too small. Closing or merging inactive centres could improve matters. For instance, Chromosome and Biotechnology Centres overlap heavily and could be combined.

Professor Jasim Uddin, director of the Advanced Studies in Humanities Research Centre, agreed, "We don't need so many centres. Most are inactive. Even one per faculty would be better. As it stands, resources are spread too thin. Concentrating funds would allow for equipment, researchers, and international collaboration."

The semiconductor dream is still alive

The Semiconductor Research Centre is a prime example of a lost opportunity.

Professor Sultan Ahmed foresaw that chips would shape the future. Today, semiconductors power everything from solar panels to smartphones and medical devices. Taiwan became a global hub by investing early; the US now even defends it militarily.

Young DU researchers at the centre study nanoparticle structures but often have to rely on BCSIR or BUET for advanced work. Demand is so high that researchers must book slots a month in advance.

Director Dr Mujib Lenin Palash clarified, "This is a place for fundamental research. We work at the nano level. Chips are final products which involve multiple steps. Our job is to build academic foundations; industry takes it further."

Despite limitations, the centre's research has appeared in top-ranked journals, proving the calibre of its students. Yet 15 out of every 70 graduates leave the country due to the poor research environment.

By contrast, India's ecosystem is strong enough to attract researchers back home.

Mamun pointed out how, during Biden's 2023 Vietnam visit, US tech delegations explored chip investments there, knowing Taiwan's future is uncertain. "This is not like garments, where we depend on others. In semiconductors, the world depends on those who can produce."

Palash added a note of optimism, "Bangladesh has already begun small-scale chip design. Some US companies are outsourcing design work here. Our young engineers are involved. To reach industrial scale, we must systematically develop a skilled workforce and take bold steps."

What makes a research centre effective?

Beyond funding, effectiveness requires leadership, infrastructure, and workforce.

Professor ABM Shahidul Islam, director of the Bureau of Business Research, stressed the need for full-time, dedicated directors. "They cannot be burdened with other duties," he said.

Despite challenges, the bureau has produced studies on advertising agencies, industrial safety, tourism impacts, and influencer marketing. It is now preparing research for international GI (Geographical Indication) recognition of products like Muslin, requiring rigorous historical and environmental proof.

"We are also training researchers in advanced data tools like Stata and Smart PLS," Shahidul Islam noted.

Dr KM Azam Chowdhury, director of the International Centre for Ocean Governance, described their progress.

"Twenty years ago, no one cared about the sea. By 2012, the Blue Economy gained traction. Our centre is now among DU's most active. Even without university funding, we attract international support," he said.

They work with China's First Institute of Oceanography and host visiting experts from Italy and France. Research topics include ocean acidification and early disaster warnings. With an annual budget of Tk600,000, they still manage to fund both students and young faculty.

Chowdhury believes a clear university-wide policy is essential, "Only then will research centres deliver true value."

Asked what the country gains from research, Professor Mamun concluded, "Not only the country, but the entire world benefits. The Bose-Einstein Theory still helps us understand matter and light, and it will continue to do so for centuries. Research results are handed down from generation to generation, opening new doors. Developed countries thrive because they understand this. We lag behind because we don't."

This article was originally written and published in Bangla, and has been translated by Anonno Afroz.

নয়া দিগন্ত

ঢাবিতে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প
প্রতি মাসে শিক্ষার্থীদের ফ্রি চিকিৎসা সেবা দেবে ডাকসু

● ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ সরবরাহে ফ্রি মেডিক্যাল সিরিজ ক্যাম্প চালু করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ও শামসুন্নাহার হলে এই সেবা প্রদানের মাধ্যমে এই ক্যাম্পের সূচনা করা হয়।

জানা যায়, ডাকসুর আয়োজনে প্রতি মাসে একটি করে মেডিক্যাল সিরিজ ক্যাম্প করা হবে। ইবনে সিনা ট্রাস্টের সহায়তায় মেডিক্যাল ক্যাম্পে শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে ডাক্তারের পরামর্শ ও ফ্রি মেডিসিন সেবা পাবেন। এই সিরিজ মেডিক্যাল ক্যাম্পের আওতায় গতকাল জগন্নাথ ও শামসুন্নাহার হলে প্রথম ধাপের মেডিক্যাল ক্যাম্প চালু হয়। এতে কয়েক শতাধিক শিক্ষার্থী চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন।

মেডিক্যাল ক্যাম্পের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধ আইডি কার্ডধারী সব শিক্ষার্থী নির্ধারিত স্থানে মেডিসিন, গাইনোকোলজি ও চর্মরোগ (ডার্মাটোলজি) বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারবেন। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবাও ■ ৯ম পৃ: ৩-এর কলামে



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইবনে সিনা ট্রাস্টের পৃষ্ঠপোষকতায় ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পে চিকিৎসা নেন শিক্ষার্থীরা ■ নয়া দিগন্ত

প্রতি মাসে শিক্ষার্থীদের ফ্রি চিকিৎসা

৩য় পৃষ্ঠার পর

যুক্ত করা হবে। তা ছাড়া, চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ডোজের ওষুধ বিনামূল্যে প্রদান করা হবে।

এ বিষয়ে ডাকসুর স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক এম এম মিনহাজ বলেন, ডাকসুর উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি সিরিজ মেডিক্যাল ক্যাম্প চালু করা হয়েছে। প্রথম ধাপে আজকে (বৃহস্পতিবার) দুটি হলে এই ক্যাম্প চালু হয়েছে। প্রতি মাসে এই সেবা প্রদান করা হবে। আপাতত অল্প কিছু বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার থাকলেও ধীরে ধীরে সেবা আরো বাড়ানো হবে। আমরা পরবর্তীতে ডেন্টিস্ট ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও অর্থোপেডিক্স ডাক্তার নিয়ে আসব।

ডাকসুর সহ-সভাপতি (ভিপি) সাদিক কায়েম বলেন, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তাকে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে পড়াশোনার পাশাপাশি শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করাও জরুরি। তাই ডাকসুর পক্ষ থেকে নিয়মিত মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রতি মাসেই এ ধরনের ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় ওষুধ পেতে পারেন। শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণের জন্য এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।